ভোরের কাগজ

তারিখ ... 3 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ...

সম্পাদকীয়

ঢাকা শুক্রবার ২০ পৌষ ১৪০৯
৩ জানুয়ারি ২০০৩

নতুন শ্রেণীতে ভর্তিযুদ্ধ

রাজধানীর সরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৯, ১১ ও ১৩ জানুয়ারি। এ নিয়ে ভর্তিচ্ছু ছেলেমেয়েদের উৎকণ্ঠা ও অভিভাবকদের উদ্বেগের সীমা নেই। স্কুলগুলোতে আসনের তুলনায় ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বর্তমানে বিগত দশকের চেয়ে তা তীব্র আকার ধারণ করেছে। ভোরের কাগজের এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, এবার ঢাকায় ২৪টি সরকারি স্কুলে ৬ হাজার আসনের বিপরীতে ৩০ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

সীমিতসংখ্যক আসনের কারণে অসংখ্য মেধাবী ছাত্রছাত্রীও সরকারি স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাবে না। পরীক্ষা এবং ফলাফল ঘোষণার পর এসব ছেলেমেয়ের অভিভাবকরা বেসরকারি স্কুলের দরজায় ধরনা দেওয়া শুরু করবেন। অনেকে ইতিমধ্যে যোগাযোগ করতে শুরু করেছেন। কিন্তু সীমিত আয়ের অভিভাবকরা কথিত নামকরা বেসরকারি স্কুলগুলোতে তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাতে পারবেন না। ভর্তি ফি, অনেক ক্ষেত্রে মোটা অংকের 'ডোনেশন', তারপর মাসিক বেতন, স্কুলের সরবরাহকৃত নানা ধরনের বইখাতা ও উপকরণ কিনতে বাধ্য অভিভাবকদের একটা বিপুল অংকের বাজেট রাখতে হয় এসব স্কুলে পাঠানো ছেলেমেয়েদের জন্য। এটা বহন করার ক্ষমতা যেমন অনেকেরই নেই, তেমনি এসব স্কুল গাদা গাদা ইংরেজি বই, হাজারটা নিয়মকানুন দিয়ে কোমলমতি শিশুদের কোন পরিপ্রেক্ষিতের জন্য প্রস্তুত করছে তাও প্রশ্নকণ্টকিত। অনেক বেসরকারি স্কুলে গালভরা হাজারটা নিয়মকানুন থাকলেও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পরিসরে তাদের ক্লাস বসে, খেলার মাঠ বলতে নেই কিছু, আর এদের বিদ্যা হজম করতে গিয়ে ছেলেমেয়েরা হারিয়ে ফেলছে খেলাধুলা, বিনোদনের অবকাশ। সঙ্গতিপূর্ণ পরিবারের শিশুরা এখানে ভর্তি হয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে বটে, কিন্তু এই সুযোগ তাদের এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার দিকেই নিয়ে যাচ্ছে।

ভর্তিচ্ছু ছেলেমেয়েদের ভর্তি, সুষ্ঠু পরিবেশে পড়ালেখা এবং যথাযথভাবে বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে এই সংকট ক্রমশ বিভাগীয় শহরগুলোতেও দেখা যাচ্ছে। সরকারি পর্যায়ে প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয় পর্যন্ত যেসব সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়, কার্যক্ষেত্রে তার অনেক ঘাটতি চোখে পড়ে। শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে সরকারি পর্যায়ে এতোটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলেই এখনো ছেলেমেয়ে এবং অভিভাবকদের মারাত্মক হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। সরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তির সুযোগ পেতে ছেলেমেয়েদের বয়সের অতিরিক্ত বিদ্যার ভার বহন করতে হচ্ছে। এখানে ব্যর্থ হলে তাদের বাবা-মা বা অভিভাবকদের বহন করতে হচ্ছে অতিরিক্ত অর্থের ভার। যাঁদের তা নেই তাদের ছেলেমেয়েরা মেধাবী হলেও তাদের পাঠাতে হচ্ছে নিম্নমানের স্কুলে। সব মিলিয়ে প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয় পর্যায়ে একটা অরাজকতাই বিরাজ করছে, বিশেষ করে রাজধানীতে। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে শিশুদের যথাযথ বিকাশের স্বার্থে। শিক্ষাক্ষেত্রে এ রকম বৈষম্য, অনেক ক্ষেত্রে সরকারি কারিকুলামের বাইরে স্বেচ্ছাচারিতা কোনোভাবেই কাম্য নয়। সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে সরকারি স্কুল বাড়ানোর এবং বেসরকারি স্কুলগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী কায়দাকানুন নিয়ন্ত্রণের।

অনেক বেসরকারি স্কুলে গালভরা হাজারটা নিয়মকানুন থাকলেও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পরিসরে তাদের ক্লাস বসে, খেলার মাঠ বলতে নেই কিছু, আর এদের বিদ্যা হজম করতে গিয়ে ছেলেমেয়েরা হারিয়ে ফেলছে খেলাধুলা, বিনোদনের অবকাশ। সঙ্গতিপূর্ণ পরিবারের শিশুরা এখানে ভর্তি হয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে বটে, কিন্তু এই সুযোগ তাদের এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার দিকেই নিয়ে যাচ্ছে।